জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে করণীয়

শুরু হলো বর্ষা ঋতু। রিমঝিম বৃষ্টি, আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা এর মাঝে রোদ বৃষ্টির অপূর্ব খেলা, প্রকৃতির এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে আপনার করণীয় উপস্থাপন করছি।

শ্রাবণ মাস: বর্ষাকালীন শাক-সবজির মৌসুম। লালশাক, মুলা শাক, পুঁই শাক, গীমাকলমি, ঢেঁড়স ইত্যাদি এ সময়ে লাগানো যেতে পারে। এছাড়াও এ সময়ে কুমড়া , লাউ, সিমের বীজ রোপণ করেও মাদায় স্থানান্তর করা যেতে পারে। এ সময়ে ফসলের মাঠে আপনার করণীয় কাজগুলো হচ্ছে আগাছা পরিস্কার, গাছের গোড়ার পানি জমতে না দেয়া, মরা পাতা ছেঁটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরি প্রয়োগ, হস্ত পরাগায়ন ও বালাই দমন। কৃষক ভাই, আপনি ইচ্ছে করলে লাউ, সিমের বীজ পচা কচুরিপানার স্তুপে বপন করে অত:পর মূল মাদায় স্থানান্তর করতে পারেন। লতানো সবজিও এই একই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে আগাম সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। মাদা তৈরির দূরত্ব হবে ৪-৫ মিটার, চওড়া ৭৫ সেমি এবং গভীরতা ৬০ সেমি। বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গ্রীষ্মকালীন টমেটো ফসল মাঠে থাকলে গাছ বেঁধে দেওয়া ভাল। পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা দিলে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। বর্ষাকালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন শাকসবজি চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। চাষীভাই, ভাদ্র মাসে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, টমেটো, লেটুস, বেগুন, মরিচ বপন করতে হবে। বীজতলার মাটি অবশ্যই শুকনা হতে হবে। অন্যথায় গোড়া ও মূল পচা রোগে সব চারা পচে যাবে।

ফলন বেশি পেতে হলে ক্ষেত খামারের প্রতি যত্নশীল হতে হবে এবং সার প্রয়োগের সাথে সাথে উন্নতমানের বীজ বপনের কথাও মনে রাখতে হবে। উচ্চ ফলনশীল এবং অধিক অংকুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ আপনার ক্ষেতের জন্য নির্বাচন করতে হবে। উন্নতমানের বীজ পেতে হলে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং যে সমস্ত জায়গায় উন্নত জাতের অধিক ফলন সম্পন্ন বীজ পাওয়া যায় সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগযোগ রাখলে আপনি লাভবান হবেন। এখানে সবজি কয়েকটি উন্নত জাতের তথ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরা হলো।

বারি লালশাক-১: লালশাকের এ জাতটি বারি লালশাক-১ নামে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। বারি লালশাক-১ ভিটামিন ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’ ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। পাতা ও কান্ড উজ্জ্বল লাল বর্ণের। বারি লালশাক-১ এর পাতার বোঁটা ও কান্ড নরম। গাছ উচ্চতায় ২৫-৩৫ সেমি। প্রতি গাছে ১৫-২০ টি পাতা থাকে। গাছের ওজন ১০-১৫ গ্রাম।

বারি লাউ-১: এ জাতের পাতা সবুজ ও নরম হয়ে থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে চারা রোপনের ৪০-৪৫ দিন এবং ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ফুটে। এ জাতটি সারা বছর জন্মে। হেক্টরপ্রতি ফলন শীতকালে ৪২-৪৫ টন এবং গ্রীষ্মকালে ২০-২২ টন।

বারি লাউ-২: এ জাতটি স্থানীয় জাতগুলোর তুলনায় উচ্চ ফলনশীল। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাউ চালকুমড়া আকারের ও হালকা সবুজ রঙ্গের। চারা রোপনের ৬৫-৭৫ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। লাউ কচি অবস্থায় সংগ্রহ করলে গাছপ্রতি ফলনের সংখ্যা এবং ফলন বেড়ে যায়। ভাদ্র-অগ্রহায়ণ মাসে এ জাতের চারা রোপণ করতে হয়। কৃষক পর্যায়ে জাতের বিশুদ্ধতা ঠিক রাখতে পারলে জাতের উচ্চ ফলনশীলতা বজায় থাকবে।

বারি লাউ-৩: এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আগাম জাত হিসেবে চাষ করা যায়। সবুজ রঙ্গের ফলে সাদা দাগ থাকে। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ১৫-১৬টি। এসব ফলের গড় ওজন ২.৭ কেজি। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়।

বারি লাউ-৪: এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাপ সহনশীল। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। জীবন কাল ১৩০-১৫০ দিন। ফলন ৮০-৮৫ টন/হেক্টর। জাতটি তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় গ্রীষ্মকালে চাষ করে কৃষক লাভবান হতে পারে।

বারি মুলা-১: জাতটি ‘তাসাকীসান’ নামে অনুমোদন করা হয়। মুলা দেখতে ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতির হয়। পাতায় শুং থাকে না বলে শাকা হিসেবে ব্যবহারের জন্য খুবই উপযোগী। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর থেকেই সংগ্রহের উপযোগী হয়।

বারি মুলা-২: জাতটি ‘পিন্কি’ নামে পরিচিত। এ জাতের মুলা নলাকৃতির এবং পাতায় শুং খুবই কম বলে শাক হিসেবে খাওয়ার উপযোগী। মুলা খেতে সুস্বাদু এবং একটি ঝাঁঝালো।

বারি মুলা-৩: জাতটি ‘দ্রুতি’ নামে পরিচিত। এ একটি উচ্চ ফলনশীল, রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধী জাত।

বারি মুলা-৪: নলাকৃতি ধবধবে সাদা বর্ণের বারি মুলা-৪ জাতটি ২০০৮ সালে অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র শীতমৌসুমে এই জাতটি চাষ করা যায়। পাতা খাজকাটা বিশিষ্ট। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।

বারি ফুলকপি-১ (রুপা): বিএআরআই উদ্ভাবিত জাতটি এদেশের জলবায়ুতে বীজ উৎপাদনের সক্ষম। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদে উপযোগী। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-২৮ টন পেতে পারেন। বীজের ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৫০-৫৫০ কেজি।

বাঁধাকপি: বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতি) এবং বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত) দুটিই বিএআরআই উদ্ভাবিত জাত এবং বীজ স্থানীয় আবহাওয়ায় উৎপন্ন হয়। বপনকাল ভাদ্র-মধ্য কার্তিক।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো (বারি হাইব্রিড টমেটো-৩, ৪ ও ৫): গ্রীষ্মকালে চাষের জন্য মে-আগস্ট মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন ছাউনিতে এর চাষ করতে হয়। গাছপ্রতি ফলন ১.০ কেজি থেকে ১.৫ কেজি হয়ে থাকে।